Vol. 35 | No. 1 | 1991

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

উইলিয়াম গোলডিং-এর উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতা

Volume	35
Issue	1
Year	1991
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	খন্দকার রেজাউর রহমান
Published online	October 1, 1991
DOI	10.62328/sp.v35i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v35i1.4
Pages	45-56
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

উইলিয়াম গোলডিং-এর উপন্যাসে সমাজ-সচেতনতা

খন্দকার রেজাউর রহমান

উইলিয়াম গোলডিং ১৯১১ সনে ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৮৩ সনে নোবেল পুরস্কার বিজয়ের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির সার্বজনীন স্বীকৃতি ঘটে। গোলডিং-এর প্রথম উপন্যাস *লর্ড অব দ্যা ফ্লাইজ।* প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ সনে। বইটি প্রকাশিত হওয়ার পর বিশ্বব্যাপী লেখকের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং বইটি পাঠক মহলে বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। গোলডিং মূলত একজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের লেখক। যুদ্ধের প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছে তাঁর প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস *লর্ড অব দ্যা ফ্লাইজ।* যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে লেখা হলেও যুদ্ধের কোন প্রত্যক্ষ বিবরণ বইটিতে নেই। গোলডিং দীর্ঘদিন ধরে স্কুল শিক্ষকের পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। সমগ্র ইউরোপ যখন যুদ্ধের ভয়াবহ আবর্তে নিমজ্জিত, গোলডিং তখন শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে বৃটিশ নৌবাহিনীতে যোগদান করেন এবং নরম্যান্ডি আক্রমণের সময় যুদ্ধ জাহাজ পরিচালনা করেন। যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লেখকের চিন্তাধারাকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে এবং মন মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন এনে দেয়। যুদ্ধের বিভীষিকা, ধ্বংসলীলা, মানুষের হাহাকার তাঁর মনে এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। যুদ্ধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোলডিং বলেন :

> When I was young before the war, I did have some airy fairy views about man. But I went through the war and that has changed me. The war taught me different and a lot of others like me[১]

এই মন্তব্য থেকে সম্পষ্ট বোঝা যায় যে, যুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তা ধারায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনে দেয় এবং তিনি মানুষ আর মানুষের চরিত্র নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে শুরু করেন। যার ফলে জীবনের প্রতি তাঁর গড়ে ওঠে এক

ধরনের ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গি। যুদ্ধ ছাড়াও এই ধরনের ট্র্যাজিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠার আর একটি কারণ হলো গোলডিং-এর উপর গ্রীক সাহিত্যের প্রভাব। গোলডিং দীর্ঘ পনেরো বৎসর ধরে গভীরভাবে গ্রীক সাহিত্য পাঠ করেন। ইউরিপিডিস হলো তাঁর প্রিয় লেখক। গ্রীক সাহিত্য পাঠ সম্পর্কে গোলডিং বলেন, শুধুমাত্র আনন্দ লাভের জন্যই গ্রীক সাহিত্য জগতে বিচরণ করেন নি। তিনি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন গ্রীক সাহিত্যের প্রতি তার দুর্বার আকর্ষণের কারণ হলো :

> Not because it was the snobbish thing to do, or even most enjoyable, but because this is where the meat is[২]

জীবনের প্রকৃত স্বাদ গ্রহণের জন্যই গ্রীক সাহিত্যের প্রতি ছিল গোলডিং-এর প্রবল আকর্ষণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিজ্ঞতার আলোকে মানুষের বর্বরতা সম্পর্কে ভাবতে গিয়ে গোলডিং মনে করেন মানুষ প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল এবং মানুষের মধ্যেই রয়েছে অশুভ শক্তির প্রভাব। গোলডিং-এর লেখা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জন্মগত পাপ (Original Sin) থেকে মানুষ মুক্ত নয়। এরূপ ধারণা বাইবেল থেকে এবং অশুভ শক্তির ফলে মানুষের মধ্যে যে পাপের জন্ম নেয় সেই সম্পর্কে সেইন্ট অগাষ্টিনের ব্যাখ্যা থেকে গড়ে উঠেছে গোলডিং-এর উপন্যাস। ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লেখায় প্রতিফলিত হলেও গোলডিং ধর্মীয় লেখক নন এবং তাঁর উপন্যাসে ধর্মীয় কোন সমাধানও দেখানো হয়নি। বিংশ শতাব্দীর মানুষের আস্থা তুলে ধরাই হলো গোলডিং-এর মূল উদ্দেশ্য। আর তাই নোবেল পুরস্কার কমিটির মতে গোলডিং-এর উপন্যাসগুলি :

> With the perspicuity of realistic narrative art and the diversity and universality of myth, illuminate the human condition in the world to-day.[৩]

গোলডিং মনে করেন অশুভ শক্তির আত্মপ্রকাশের ফলেই মানুষ কলহ এবং আন্তর্জাতিক হাঁনাহানিতে লিপ্ত। মানুষের সম্ভাবনার কথা, প্রগতির কথা তিনি অবশ্য অস্বীকার করেননি। লেখকের মতে মানুষ সাহসী অথচ দুর্বল। আর এই দুর্বলতাই হলো মানুষের নৈতিক দুর্বলতা, চরিত্রগত দুর্বলতা। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মানুষ যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করেছে তার প্রেক্ষাপটে মানুষের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গোলডিং বলেন :

> It seemed to me that man's capacity for greed, his innate cruelty and his selfishness was being hidden behind a kind of pairs of political pants. I believed

> then, that man was sick– not exceptional man, but average man. I believed that the condition of man was to be a morally diseased creation and that the best job I could do at the time, was to trace the connection between his diseased nature and the international mess he gets himself into.[8]

বিংশ শতাব্দীতে মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং যান্ত্রিক সভ্যতার অভিশাপ আধুনিক সাহিত্যে বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। ডি. এইচ. লরেন্স প্রতিবাদ করেছেন এই যান্ত্রিক সভ্যতার বিরুদ্ধে যা হয়তো ধ্বংস করে দিতে পারে জীবনের পবিত্রতা। আধুনিক যুগে পার্থিব লোভ-লালসার মাঝে লরেন্সের উপন্যাসে ফুটে উঠেছে এক হতাশার ছবি আর তিনি সন্ধান করেছেন জীবনের পরিতৃপ্তি, পরিপূর্ণতার পথ, যার মধ্যে রয়েছে জীবনের প্রকৃত অর্থ। টি. এস. এলিয়টের কবিতায় ফুটে উঠেছে মূল্যবোধের বিপর্যয় এবং হতাশার সুর। জর্জ অরওয়েলের লেখায় তুলে ধরা হলো বিজ্ঞানের উপর মানুষের নির্ভরশীলতা, মানবিক গুণাবলির পতন এবং রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এইসব লেখকের লেখায় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সামাজিক এবং নৈতিক পতনের ছবি, যেন এক অশুভ শক্তি বিরাজ করছে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় চেতনার অবক্ষয়ের মধ্য দিয়ে। গোলডিং-এর উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর হতাশা। *লর্ড অব দ্যা ফ্লাইজ* -এ এক নির্জন দ্বীপে স্কুল ছেলেদের কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে মানুষের সমাজ গড়ে তোলার ব্যর্থ প্রচেষ্টার এক বিচ্ছিন্ন ছবি। প্লেন দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়ে এক দল স্কুলের ছেলে এসে পড়ে এক নির্জন দ্বীপে যেখানে মানুষের কোন বসতি নেই এবং যেখানে প্রচুর সম্ভাবনা ছিল এক সুন্দর এবং নিটোল সমাজ গড়ে তোলার। কিন্তু দ্বীপে পৌঁছার পর যেভাবে ছেলেরা আত্ম-কলহ, ধ্বংস আর হানাহানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে তা মনে করিয়ে দেয় মানুষের সর্ব যুগের বর্বরতার ইতিহাস যা থেকে সহজে বোধ হয় মানুষের মুক্তি নেই যদি না বর্তমান যুগে মানুষ গড়ে তোলে প্রেম, প্রীতি আর সৌহার্দের সম্পর্ক। গোলডিং-এর উপন্যাসে ব্যক্ত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর হতাশা, কিন্তু তাঁর লেখায় প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের অন্তরে যে অশুভ শক্তি বিরাজ করছে তারই অভিব্যক্তি। এ দিক থেকে ইংরেজী উপন্যাসে গোলডিং এক স্বতন্ত্র স্থান অধিকার করেছেন, কেননা ইংরেজী উপন্যাসের মূল ধারাটি গড়ে উঠেছে সমাজ এবং মানুষের নৈতিক বোধ নিয়ে। গোলডিং-এর সমসাময়িক লেখকরাও দৃষ্টি দিয়েছেন সমাজের দিকে, তুলে ধরেছেন যুদ্ধোত্তর সমাজের শ্রমজীবী মানুষের কথা। সমসাময়িক লেখকদের থেকে গোলডিং এক

অর্থে আলাদা , কেননা তাঁর লেখায় সমাজ বা শ্রেণী সংগ্রাম প্রাধান্য পায়নি। প্রাধান্য পেয়েছে বৃহৎ অর্থে মানুষের চরিত্রের দুর্বলতা এবং বিংশ শতাব্দীতে মানুষের অবস্থান। মানুষ প্রকৃতিগতভাবে পাপের অধিকারী আর আন্তর্জাতিক, রাজনৈতি এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য মানুষের আক্রমণাত্মক মনোভাবই দায়ী। আর তাই তিনি বলেছেন :

> Man is a fallen being. He is gripped by original sin. His nature is sinful and his state perilous. I accept the theology and admit the triteness; but what is trite is true; and a truism can because more than a truism when it is a belief passionately held[৫]

মানুষের মনে অশুভ শক্তির প্রভাব গোলডিং যেভাবে দেখিয়েছেন সে দিক থেকে উপন্যাসিক কনরাডের সঙ্গে তাঁর অনেক মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে কনরাড যেভাবে চরিত্র বিশ্লেষণের মাধ্যমে অশুভ শক্তির প্রভাব ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন গোলডিং সেভাবে চরিত্র বিশ্লেষণে মনোযোগ দেননি। তার উপন্যাসগুলিকে বৃহত্তর অর্থে ' fable'বা' allegory' হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়েছে।গোলডিং-এর উপন্যাসে পাপ পূণ্যের প্রশ্নটা যেভাবে প্রাধান্য পেয়েছে তাতে এগুলি 'allegory'-র পর্যায়ে পড়ে, যদি বইগুলিতে গতানুগতিক ধর্মীয় সমাধান দেখানো হয়নি। গোলডিং একজন বিংশ শতাব্দীর লেখক এবং স্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখা মধ্যযুগীয় 'allegory' থেকে আলাদা এবং সতন্ত্র হয়ে উঠবে।

গোলডিং-এর লেখায় মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা, বিংশ শতাব্দীতে মানুষের অবস্থান প্রধান বিষয়বস্তু হলেও সমাজের কোন ছবিই যে তাঁর উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়নি একথা বলা সমীচীন হবে না। গোলডিং সামাজিক লেখক নন। কিন্তু তবুও আমরা তাঁর কিছু কিছু উপন্যাসে সমাজের খণ্ডচিত্র দেখতে পাই। কোন লেখকই তাঁর সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন নন আর তাই সীমিতভাবে গোলডিং তাঁর উপন্যাসে তুলে ধরেছেন সমাজের কিছু চিত্র। গোলডিং-এর প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় উপন্যাস রূপকধর্মী কেননা সেখানে মানুষের নৈতিক চরিত্র প্রাধান্য পেয়েছে।চতুর্থউপন্যাস *ফ্রি ফল* রচিত হয় ১৯৫৯ সনে। এই উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে প্রধান চরিত্র স্যামি মাউন্টজয়কে কেন্দ্র করে এবং এখানে রূপক বা allegory-র ব্যবহার ছাড়াও গোলডিং সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। পিতৃহারা স্যামি বড় হয়ে ওঠে এক বস্তি এলাকায় যার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রভাব এসে পড়ে তার মন মানসিকতার ওপর। গোলডিং যেভাবে বস্তি এলাকায় স্যামির

শৈশবকাল বর্ণনা করেছেন তা আমাদেরকে ডিকেন্সের কথা মনে করিয়ে দেয়। স্যামি বড় হয়ে ওঠে এক অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে। তার বাসনা হলো বড় শিল্পী হয়ে ছবি আঁকা, কিন্তু পরিবেশ শিল্পমন তৈরী করতে কোন সহায়তা করেনি। পিতৃহারা স্যামি নানা সমস্যায় জর্জরিত হয়ে ওঠে। পিতা সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণাই তার মনে জন্মায়নি। তার মাও সমাজে ভালো চরিত্রের নারী হিসেবে স্থান করে নিতে পারেনি। নিজের শৈশব এবং পরিবেশের বর্ণনা দিতে গিয়ে স্যামি বলে:

> We children were underfed and scantily clothed. I first went to school with my feet bare. We were noisy, screaming, tearful animal. And yet I rmember that time as with the flash and glitter, the warmth of Christmas party. I have never disliked dirt . To me, the procelian and chromium, the lotions, the deodorants, the whole complex of cleanness which is to say, all soap, all hygine, is inhuman and incomprehensible. Before this free gift of a universe, man is a canstant. There is a sense in which when we emerged from our small slum and were washed, the happines and security of life was washed away also.[৬]

বড় হওয়ার পর থেকে স্যামি নিজেকে প্রশ্ন করতে থাকে "কখন আমি হারিয়েছিলাম আমার স্বাধীনতা?" যে স্বাধীনতার কথা স্যামি জানতে চাই তা হলো মূল্যবোধের স্বাধীনতা, যেটা স্যামি তার জীবনের কোন এক স্তরে হারিয়েছে— আর এখন খুঁজে পেতে চায় সেই মুহূর্ত, যখন স্যামি হারিয়েছিলো জীবনের সেই পবিত্রতা। স্যামির পরিবেশ তার মনে এক সুস্থ মূল্যবোধ গড়ে তোলার কোন অবদান রাখতে পারেনি। আর সেই অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে শৈশবেই হারিয়ে গেল স্যামির সুখ এবং জীবনের নিরাপত্তা। জীবন সম্পর্কে জেগে ওঠে এক হতাশার ভাব আর তাই স্যামি ভাবতে থাকে :

> It is that unnameable, unfathomable and inivisible darkness that sits at the centre of him, always awake... that hopes hopelessly to undesrstand and to be understood. Our lonelinss is the loneliness not of the cell or the castaway; it is the loneliness of that dark thing that sees as the atom furnace by reflection[৭]

জীবনের পবিত্রতা হারিয়ে ফেলে আর্ট কলেজে বিয়াট্রিসের সঙ্গে যখন স্যামির পরিচয় হয় তখন শিল্পীমনের চাইতে লোভনীয় হয়ে ওঠে বিয়াট্রিসের দেহ। বিয়াট্রিস সরল, সাধারণ মেয়ে তার প্রতি আসক্ত হয়ে ওঠে স্যামি, পেতে চায় তাকে আপন করে। কিন্তু প্রেমের মাধুর্যের চাইতে বিয়াট্রিসের শরীর বেশী আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো স্যামির কাছে। স্যামি তাকে তার ছবির নগ্ন মডেল হিসেবে ব্যবহার করতে চায়। আর তাই একবার বলে ফেলে :

> I shall not paint your face at all. I just want your body. No, don't rearrange it, just lie down.[৮]

এইভাবে বিয়াট্রিসকে শোষণ করতে থাকে স্যামি যার ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বিয়াট্রিসকে ভর্তি হতে হয় মানসিক হাসপাতালে। এর মধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিয়াট্রিসকে পরিত্যাগ করে স্যামি যুদ্ধে যোগদান করলো শিল্পী হিসেবে। যুদ্ধের সময় জার্মানদের হাতে ধরা পড়ার পর স্যামিকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো বন্দী শিবিরে। অন্ধকার কারাগারে অপরাধবোধ জেগে ওঠে স্যামির মনে— যে অপরাধবোধ জন্ম নেয় তার অতীতের ঘটনা থেকে। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর স্যামি উপলব্ধি করতে পারে বিয়াট্রিসকে সে সত্যিকারভাবে ভালবাসতে পারেনি। যার ফলে সেই মেয়েটির জীবনে নেমে এসেছে এক মারাত্মক বিপর্যয়। ভালবাসার নামে স্যামি শোষণ করেছে বিয়াট্রিসকে। স্যামি মানসিক হাসপাতালে যায় তাকে দেখার জন্য। কিন্তু বিয়াট্রিস তাকে চিনতে পারে না। কর্তব্যরত ডাক্তার বিয়াট্রিসের জীবনের করুণ পরিণতির জন্য দায়ী করে স্যামিকে। স্যামি স্বীকার করে নেয় তার অপরাধ আর এই স্বীকারোক্তির মধ্য দিয়ে হয়তো কিছুটা লাঘব পেতে পারে তার পাপের মাত্রা। *ফ্রি ফল* উপন্যাসে স্যামির নৈতিক দেখানো হলেও সামাজিক পটভূমিতে বর্ণনা করা হয়েছে স্যামির শৈশবকাল, কলেজ জীবনে বিয়াট্রিসের সঙ্গে পরিচয়, যুদ্ধের অভিজ্ঞতা এবং নির্জন কারাগারে স্যামির আত্মোপলব্ধি।

ছোট্ট এক শহরে জীর্ণ এক সামাজিক পটভূমিতে গড়ে উঠেছে *দি পিরামিড* উপন্যাসের কাহিনী, যেখানে জীবনের কোন স্পন্দন নেই এবং যেখানে সবকিছু অর্থহীন এবং মৃতপ্রায় বলে মনে হয়। উপন্যাসটি তিনটি অংশে বিভক্ত এবং প্রতিটি অংশে দেখানো হয়েছে প্রধান চরিত্র অলিভারের অভিজ্ঞতা এবং জীবনের প্রতি তার দায়িত্বহীন মনোভাব। অলিভার একজন কম্পাউন্ডারের ছেলে আর ইভি হলো একজন সার্জেন্টের মেয়ে। বয়সে তারা তরুণ। অলিভারের সঙ্গীতের প্রতি আসক্তি তার বাবার চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ তিনি মনে করেন সঙ্গীত

সাধনা তার ছেলেকে অভাবের দিকে ঠেলে দিতে পারে। তাই তিনি শংকিত হয়ে পড়েন অলিভারের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে। অলিভারের মা ইভি'র সঙ্গে অলিভারের মেলামেশা মোটেই পছন্দ করেন না, কেননা ইভি·হলো সমাজের নীচু স্তরের মেয়ে যার সঙ্গে অলিভারের সম্পর্ক গড়ে উঠুক এটা তার মার মোটেই কাম্য নয়। স্যামি মাউন্টজয়ের মতো অলিভারও আকৃষ্ট হয়ে পড়ে ইভির দেহের প্রতি, সামাজিক বাধা এবং অনুশাসন উপেক্ষা করে অলিভার দৈহিকভাবে উপভোগ করতে থাকে ইভিকে, ওল্ড *ব্রীজ* নামক জায়গায় একাধিকবার মিলন হয় তাদের। অলিভার এবং ইভির দৈহিক সম্পর্কের প্রতি গোলডিং-এর মন্তব্য হলো:

> When she reached old Bridge she went no farther. In the conflict between social propriety and sexual attraction there was never much doubt which would win [৯]

আমরা দেখতে পাই সামাজিক মূল্যবোধের চাইতে যৌন আকর্ষণ বড় হয়ে দেখা দেয় আর তাই অলিভার শোষণ করতে থাকে ইভিকে। সামাজিক পারিপার্শিকতা কোন সুস্থ চিন্তাধারা ইভির মনে জন্ম দিতে পারেনি। পক্ষান্তরে তার মনে জন্ম দিয়েছে এক প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ আর এক পর্যায়ে ইভি বলে ওঠে :

> And I hate this town. I hate it. Hate it.[১০]

ইভি সমাজে ভালভাবে বাঁচতে চেয়েছিলো, অলিভারের কাছ থেকে আশা করেছিলো সত্যিকারের প্রেম এবং সহানুভূতি। কিন্তু প্রায় হার্ডির উপন্যাসের মত পরিবেশের কাছে ইভি বন্দী— যেখান থেকে সহজে মুক্তি লাভের কোন পথ নেই। যৌবন পূর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইভি সমাজের কাছ থেকে পেলো চরম কশাঘাত। অলিভার শুনে অবাক হয় যে, ইভির দৈহিক বাসনা পরিতৃপ্ত হয় পনেরো বৎসর বয়স থেকে। এক পর্যায়ে ইভির গায়ে প্রহারের চিহ্ন দেখে অলিভার বুঝতে পারে এ কাজ কোন বিকৃত রুচির ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভব এবং সে সন্দেহ করে ইভির প্রতি একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীর আসক্তি এর জন্য দায়ী।

ঘটনাপ্রবাহে ইভি চলে যায় লন্ডন শহরে আর অলিভার চলে যায় অক্সফোর্ডে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য। প্রায় দুই বৎসর পর আবার তাদের দেখা হয় সেই ছোট্ট শহরে। ইভি এখন সমাজের উঁচু স্তরে বিচরণ করে। বেশভূষা দেখে অলিভার বুঝতে পারে ইভিকে এখন আর সহজে উপভোগ করা যাবে না। জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ স্তরে পৌছার সময় জোরপূর্বক উপভোগ করার জন্য ইভি দায়ী করে অলিভারকে। অলিভার উপলব্ধি করতে পারে সুন্দর এক জগতের পরিবর্তে ইভি

আর তার জগৎ হয়ে উঠেছে অন্ধকারে পরিপূর্ণ, সুন্দর হারিয়ে যায় পরিবেশের পঙ্কিলতায়। আর তাই অলিভার ভাবে,

> All atonce I had a tremendous feeling of thereness and hereness, of separate worlds... clean in that coloured picture; here, this object on earth that smelt of decay, with picked bone, and natural cruelty– life's lavatory.[১১]

শুধু ইভি নয়, অলিভারও সেই ছোট্ট শহরের পারিপার্শ্বিকতার অবক্ষয়ে বন্দি। গল্পের দ্বিতীয় খণ্ডে বর্ণিত হয়েছে অলিভারের সঙ্গে তার সংগীতের শিক্ষক বাউন্স ডালিসের সঙ্গে সম্পর্ক। বাউন্সও জীবনে পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারেনি যার ফলে অপূর্ণ রয়ে গেল নিজের সংসার গড়ার সাধ। এক মোটর গ্যারেজের মালিক হেনরীর সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে বাউন্সের। হেনরীকে বিয়ে করে সুখী হতে চেয়েছিলো বাউন্স। কিন্তু বাউন্সের মানসিক চাহিদার দিকে না তাকিয়ে তার আবেগ উপেক্ষা করে হেনরী আকৃষ্ট হয়ে পড়ে তার ধন সম্পদের প্রতি। কারণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় হেনরী। বাস করতে চায় বিত্তবানদের মত। আর অপর দিকে প্রবঞ্চনার আগুনে দগ্ধ হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে *হ্যামলেট* নাটকের অফিলিয়ার মত পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করে বাউন্স। অলিভার মুক্তি পেতে চায় এই শ্বাশরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে। ঘৃণাময় অতীতকে পেছনে ফেলে অলিভার গাড়ি চালিয়ে এসে পড়ে শহরের প্রধান সড়কে। দ্রুত বেগে এগিয়ে চলে সম্মুখপানে— এক নতুন পথের সন্ধানে। এইভাবে সামাজিক পটভূমিতে গোলডিং তুলে ধরলেন সেই ছোট্ট শহরবাসীর জীবনপ্রবাহ— যে জীবনে চাওয়া পাওয়ার কিছু নেই, কেননা মূল্যবোধের অভাবে এক অন্ধকার আবর্তে নিমজ্জিত জীবনের মন্থর গতি— যেখান থেকে মুক্তি পেতে চায় অলিভার।

বর্তমান সমাজের অবক্ষয়, বিশেষ করে সত্তর দশকের সামাজিক অধঃপতন ফুটেউঠেছেগোলডিং-এর শেষের দিকে লেখা *দ্যাডার্কনেস ভিজিবল* উপন্যাসে। উপন্যাসের নামকরণ থেকে স্পষ্টবোঝা যায় লেখক আলোকপাত করেছেন জীবনের হতাশা এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন জীবনের প্রতি। উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে কবি মিলটনের *প্যারাডাইস লস্ট* মহাকাব্য থেকে। মহাকাব্যের প্রথম খণ্ডে শয়তান এবং তার সঙ্গীরা নরকে নিক্ষেপিত হয়ে অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই দেখতে পায় না। অশুভ শক্তি সমাজে কিভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং কিভাবে মানব চরিত্রের অবনতি ঘটছে গোলডিং সেই চিত্র এই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন দুইবোন— টনি আর সোফির চরিত্রের মধ্য দিয়ে। দুইবোন বয়সে তরুণ হলেও

এক কলঙ্কময় অন্ধকার জীবনে লিপ্ত। টনি অর্থের লোভে নিজের সত্তাকে এবং দেহের পবিত্রতাকে বিনষ্ট করতে দ্বিধাবোধ করে না। আর সোফির প্রধান উদ্দেশ্য হলো দেহের বিনিময়ে জীবন উপভোগ করা। জীবনের শুরুতেই দুইবোন বাইরের জগতের নগ্নরূপ দেখতে পায় এবং নিজেদের পথ বেছে নেয়— যে পথ হলো কলঙ্ক আর ধ্বংসের পথ। টনির উৎশৃঙ্খল জীবন সম্পর্কে গোলডিং বলেন :

> The man offered her more money than she had ever seen before to perform various acts for him, which she did, finding them a bit sick-making but not more so than the inside of her own body. It was only when she got home—yes, Mrs. Emlin, school is out early—she thought. Now I am a whore! After the bathroom she lay on her divan, thinking about being a whore, but even if she said it loud it didn't seem to change her, didn't seem to touch her, just was not. Only the roll of blue five-pound notes was real. She thought to herself that being a whore didn't mean anything either. It was like stealing sweets, a thing you could do if you wanted, but boring[১২]

এইভাবে অর্থের বিনিময়ে কলঙ্কময় জীবন যাপন করতে দ্বিধাবোধ করে না টনি। তাদের মা তাদের পরিত্যাগ করে চলে যান নিউজিল্যান্ডে আর তাদের বাবা একাধিক নারীর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক গড়ে তোলেন। তাই স্বাভাবিকভাবেই দুইবোন পারিবারিক পরিবেশ থেকে কোন আদর্শ না পেয়ে জড়িয়ে পড়ে অন্যায় আর পাপ কর্মে।

জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে টনি যোগ দেয় আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীদের দলে। আর সোফি একজন তরুণ জার্মান সামরিক অফিসার গেরীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তোলে। জীবন উপভোগ করাই হয়ে ওঠে সোফির একমাত্র লক্ষ :

> Sex, sex, there's nothing like sex! Sex forever." " Oh yes, yes : But not the way you mean— the way everything means, the long, long convulsions, the unknotting, the throbbing and disentanging of space and time on, on, on into nothingness." And she was there; without the transistor she was there and could hear herself or someone in the hiss and crackle and

roar, the incholate unorchestra of the lightless spaces."

"On and on wave after wave arching , spreading, running down, down, down—"

The leaden roofs of the school come back into focus then moved out of it as she stared up into Gerry's worried face.

" Sophy! Sophy! Can you hear me?"

That was why this vast body she inhabited was being moved backwards and forwards; and becoming known how as a girl's body , and man's hand shaking it by the shoulders.[১৩]

এইভাবে দৈহিক মিলেনে চরম আত্মতৃপ্তি লাভের জন্য এক অন্ধকার জগতের দিকে পা বাড়ায় সোফি। গেরী এবং তার বন্ধু বিল-এর সহায়তায় সোফি ছোটখাটো ডাকাতির কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। গেরীর একজন বন্ধু ফিডোর সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর সোফি অর্থ আদায়ের জন্য স্কুল থেকে এক ধনী আরব তেল ব্যবসায়ীর ছেলেকে চুরি করার পরিকল্পনা করে। বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে স্কুল থেকে আরব ব্যবসায়ীর ছেলেকে জোরপূর্বক তুলে নেওয়ার সময় ম্যাটির হস্তক্ষেপে সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। ম্যাটি হলো উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং নিজের জীবন বিপন্ন করে ম্যাটি চেষ্টা করে সমাজের অন্যায় কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য। বোমা বিস্ফোরণের ফলে গুরুতরভাবে আহত হয় ম্যাটি এবং শেষ পর্যন্ত মৃত্যু বরণ করতে হয় তাকে। এইভাবে সামাজিক বিশৃঙখলার মধ্যে দেখানো হয়েছে ম্যাটির আত্মত্যাগ— যা হয়তো সামাজিক এবং নৈতিক অন্ধকার দূর করতে বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

গোলডিং সামাজিক লেখক নন এবং তাঁর লেখায় বিশেষ কোন রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতবাদ প্রকাশ পায়নি। তাঁর প্রথম উপন্যাস *লর্ড অভ দ্যা ফ্লাইজ*-এ নির্জন দ্বীপে ছেলেদের এক সুষ্ঠু সমাজগড়ার প্রচেষ্টা ভেঙ্গে পড়ে। আর তাদের এই ব্যর্থতা সম্পর্কে গোলডিং মন্তব্য করেন :

The boys find an earhly paradise, a world, in fact like our world, of boundless wealth, beauty and resource. The boys were below the age of overt sex, for I did not want to camplicate the issue with that relative

> triviality. They did not have to fight for survival, for I did not want a Marxist exegesis. If disaster came, it was not to come through the exploitation of one class by another. It was to rise simply and solely out of the nature of the brute.[১৪]

লর্ড অব দ্যা ফ্লাইজ উপন্যাসে শ্রেণী সংগ্রামের ছবি তুলে ধরার মুখ্য উদ্দেশ্য গোলডিং-এর ছিল না, তাঁর বক্তব্য হলো ছেলেদের নিটোল এবং সুন্দর সামাজিক জীবন গড়ে তোলার ব্যর্থতার জন্য ছেলেদের উগ্র এবং ধ্বংসাত্মক মনোভাবই দায়ী। বর্তমান বিশ্বে মানুষের অবস্থার কথা বর্ণনা করাই হলো গোলডিং-এর মুখ্য উদ্দেশ্য, তাই তাঁর উপন্যাসের আবেদন সার্বজনীন। তবুও আমরা তাঁর উপন্যাসে সীমিতভাবে কিছু সামাজিক চিত্র দেখতে পাই— যে চিত্রগুলি মনে করিয়ে দেয় মূল্যবোধের অভাবেই হয় মানুষের নৈতিক পতন আর এই পতনের মাঝে মানুষ পরিত্রাণ পেতে পারে বা নিজেকে পুনরুদ্ধার করতে পারে প্রেম , প্রীতি আর মানবিক বন্ধন দ্বারা। গোলডিং এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন,

> In all my books I have suggested a shape in the universe that may, as it were, account for things. The greatest pleasure is not—say—sex or geometry. It is just understanding. And if you can get people to understand their own humanity well, that's the job of a writer.[১৫]

যে মানবতাবোধের কথা গোলডিং বলেছেন তা হলো সমাজে বাস করে প্রীতি এবং সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে তোলা আর এরই মধ্যে রয়েছে মানুষের জীবনের চরম সার্থকতা।

তথ্যনির্দেশ

১ Douglas A. Davis, ' A Conversation with golding', *The New Republic.* CLVlll (May 4, 1963), p. 28

২ Ibid, pp. 28-30

৩ Nobel Prize Citation, 1983

৪ *The Hot Gates*, (Faber and Faber London, 1965, P 87

৫ Ibid, p. 88

৬ *Free Fall*, (Penguine Books, 1959), p. 14

৭ Ibid, p. 7

৮ Ibid, p. 92

৯ *The Pyramid*, (Faber and Faber, London), 1967, p. 45

১০ Ibid, p. 80

১১ Ibid, p. 91

১২ *Darkness Visible*. (Faber and Faber, London), 1980, p. 139

১৩ Ibid, p. 167

১৪ *The Hot Gates*, (Faber and Faber, London), p. 89

১৫ Peter Faulkner, Humanism *in the English Novel*. (London, 1976), p. 177